

নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫,০৬,১৫, ৬৩৫.০০ (পাঁচ কোটি ছয় লক্ষ পনের হাজার ছয়শত পঁয়ত্রিশ) টাকা মুসক পরিহার করার বিষয়টি সন্দেহাতীত প্রমানিত হওয়ায় তা আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ ধারা-৮৫ মোতাবেক প্রতিষ্ঠান-টির নিকট চূড়ান্ত ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশ জারি করা হয়, যা যথাযথ ও সঠিক বলে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

৯. উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ও সার্বিক পর্যালোচনায় ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক আপিলকারী প্রতিষ্ঠানের ফাঁকিকৃত মুসক আদায়ের লক্ষ্যে যে আদেশ জারী করা হয়েছে, তা যথাযথ ও সঠিক বিধায় তাতে হস্তক্ষেপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা যায় না। এমতাবস্থায়, এ আপিল মামলাটি খারিজযোগ্য। সেপ্রেক্ষিতে এ আপিল মামলার বিচার্য বিষয় আপিলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

বেঞ্চ-৩

নথি নং-সিইডিটি/কেইস(ভ্যাট)-২৫১/২০২২/

উপস্থিত সদস্য

- ১। আপীলকারী/আবেদনকারী : মেসার্স মোখলেছুর রহমান এন্ড ব্রাদার্স, ৪৪১, মুরাদপুর, জুরাইন, ঢাকা।
- ২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ : কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা।
- ৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি : উপস্থিত।
- ৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি : উপস্থিত।
- ৫। মামলার শুনানী গ্রহণের তারিখ : ১-১২-২০২২ খ্রিঃ।
- ৬। মামলার আদেশ প্রদানের তারিখ : ২-২-২০২৩
- ৭। তর্কিত আদেশ নং, তারিখ এবং আদেশ প্রদানকারীর বর্ণনা : কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা এর আদেশ নথি নং-৪/মুসক (৪৫৪) কর -ফাঁকি/ মোখলেছুর রহমান/ বিচার/পূর্ব কমি:/২০২০/২৩৫৬, তারিখ: ৮-৬-২০২২ খ্রিঃ।

অতএব

আদেশ হয় যে,

এ আপীলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীঅন্তে নামঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর আদেশ নথি নং-৪র্থ/এ (১২)১২৪/মুসক-পরিহার/ সাজিনাজ এডিম প্যাক লি:/স:দ:/১৯/৫১৮৬, তারিখ: ২১-৯-২০২১ খ্রিঃ বহাল ও বলবৎ রাখা হলো। এ রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জারী করা হোক।

আমাদের কথামতো লিখিত ও সংশোধিত।

Ed.

তারিখ: ২০২২ খ্রিঃ

তারিখ: ২০২৩

রায় ও আদেশের শিরোভাগ

৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র : কমিশনার, কাস্টমস,এন্ডাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা এর নথি নং-৪/মূসক (৪৫৪) কর -ফাঁকি/ মোখলেছুর রহমান/বিচার/পূর্ব কমি:/২০২০।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্যামপুর বিভাগীয় দণ্ডর হতে অনিয়ম ও কর ফাঁকির মামলা রেসপনডেন্ট দণ্ডরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত মামলার প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জুলাই/১৯ হতে আগষ্ট/১৯ মাসের দাখিলপত্র অনুযায়ী সরবরাহ শূন্য, সেপ্টেম্বর/১৯ মাসের দাখিলপত্রে পণ্য সরবরাহের বিপরীতে ৫% হারে মূসক প্রদান করেছেন এবং অক্টোবর/১৯ হতে ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত দাখিলপত্রে পণ্য সরবরাহ শূন্য দেখানো হয়েছে। কিন্তু অক্টোবর/১৯, নভেম্বর/১৯ ও ডিসেম্বর/১৯ মাসে যথাক্রমে (৪১,৪৩,৪০৮ + ৯,৬০,৭৬৪ + ২০,৯৭, ৭৫১) = ৭২,০১,৯২৩ (বাহস্তর লক্ষ এক হাজার নয়শত তেইশ) টাকা আইন ও বিধি বর্হিভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২ এর উপধারা-৫ এবং একই আইনের বিধিমালার বিধি-২১ মোতাবেক উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল করেননি। এছাড়াও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক উপকরণ ক্রয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও আপনি তা পরিপালন করেননি। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ), (ঠ) ও (ড) মোতাবেক বাতিলযোগ্য। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত এ ধরনের কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২ এর উপধারা (৫) ও ধারা-৪৬ এর উপধারা (১) এর (ঙ), (ঠ) ও (ড) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ধারা-৮৫ এর উপধারা (১) এর টেবিলের দফা (জ), (ট) ও (ঢ) মোতাবেক জরিমানাযোগ্য। পত্রের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ এর উপধারা (১) মোতাবেক শুনানীর জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে শুনানীতে উপস্থিত হননি এবং কোন জবাব দাখিল করেননি। পরবর্তীতে পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানির পত্র জারি করা হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে জনাব মনির হোসেন

উপস্থিত হয়ে একটি লিখিত জবাব দাখিল করেন। উক্ত জবাব ও দলিলাদি যাচাইয়ের জন্য দুই জন কর্মকর্তা কে দায়িত্ব দেওয়া হলে কর্মকর্তাগণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি কোন উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল করেননি এবং প্রতিষ্ঠানটি দাবী করেছেন যে দুই দফায় উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল করেছেন। যেহেতু বিষয়টি অস্পষ্ট সেহেতু সংশ্লিষ্ট দণ্ডর কর্তৃক পুনঃযাচাইপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় দণ্ডর হতে পুনঃযাচাইপূর্বক মতামত প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় দণ্ডরের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত বাবদ ৭২,০১,৯২৩ (বাহস্তর লক্ষ এক হাজার নয়শত তেইশ) টাকা, যা আদায়যোগ্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত। বর্ণিতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৭৩ এর উপধারা (২) মোতাবেক অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত বাবদ ৭২,০১,৯২৩ (বাহস্তর লক্ষ এক হাজার নয়শত তেইশ) টাকা কর নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত রাজস্ব ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধপূর্বক (অর্থনৈতিক কোড নং : ১-১১৩৩-০০৩০-০৩১১) ট্রেজারী চালানের মূলকপি স্থানীয় মূসক কার্যালয়ে জমা প্রদান করে উক্ত চালানের সত্যায়িত অনুলিপি রেসপনডেন্ট দণ্ডরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক জারিকৃত উক্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী পক্ষ অত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে এ আপীল দায়ের করেন।

বিচার্য বিষয়

- (১) বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক ৮-৬-২০২২ তারিখে প্রদত্ত তর্কিত চূড়ান্ত দাবিনামা আদেশ আইন ও বিধি সংগত হয়েছে কিনা?
- (২) আপীলকারীপক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

আলোচনা
বিচার্য বিষয় নং ১ ও ২:

২. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহণ করা হলো। নথিতে দাখিলকৃত উভয়পক্ষের কাগজপত্র এবং বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস,এন্ডাইজ ও ড্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা এর আদেশ নথি নং-৪/মূসক (৪৫৪) কর - ফাঁকি/মোখলেছুর রহমান/বিচার/পূর্ব কমি:/২০২০/২৩৫৬, তারিখ: ৮-৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখের তর্কিত আদেশ পর্যালোচনা করা হলো।

আপীলকারী পক্ষের বক্তব্য

৩. অনানীকালে আপীলকারীপক্ষ নিবেদন করেন যে,
L For that the respondent has failed to appreciate that the appellant has submitted price declaration in the form of Mushok-4.3 against the products imported in October 2019, November 2019 and December 2019 and also submitted by the appellant and without considering the VAT returns submitted VAT returns of the said months and therefore, the respondent without considering the documents submitted by the appellant has illegally demanded rebate amount of Tk. 72,01,923.00 (taka seventy two lac one thousand nine hundred twenty three) and as such the impugned adjudication Order dated 8-6-2022 passed by the respondent is liable to be set aside for ends of justice.

II. For that the respondent has failed to appreciate that the appellant has not taken any rebate illegally since the appellant has not supplied or sold any products imported in the months of October 2019, November 2019 and December 2019, and hence submitted VAT returns in the said three months showing for zero amount of supply and as such the impugned adjudication Order dated 8-6-2022 passed

by the respondent is liable to be set aside for ends of justice.

III. For that the respondent has failed to understand the procedure for calculation of net tax assessment and payment system under Section 45 of the Value Added and Supplementary Duty Act, 2012 on supply of goods imported by the appellant for the months of October 2019, November 2019 and December 2019 the respondent with malicious intention illegally issued demand notice for paying rebate amount of Tk. 72,01,923.00 (taka seventy two lac one thousand nine hundred twenty three) only whereas the appellant's current account register stands positive balance of Tk. 96,02,534.15 (taka ninety six lac two thousand five hundred thirty four and fifteen paise) only on 15-1-2020 that has adjusted later on supply of the imported goods and as such the impugned adjudication Order dated 8-6-2022 passed by the respondent is liable to be set aside for ends of justice.

IV. For that the impugned Order dated 8-6-2022 passed by the respondent is misconceived and based upon misconstruction of law and non-consideration of material facts and evidence, and therefore the impugned Order dated 8-6-2022 passed by the respondent is not sustainable in law, and as such said Order is liable to be set aside for ends of justice.

V. For that the impugned Order dated 8-6-2022 passed by respondent is ex-facie illegal and non-speaking inasmuch as the same was passed without giving any cogent reason and without considering the documentary evidences and legal grounds submitted by the appellant, and thereby

respondent violated the principles of natural justice and due process of law, and as such said Order is liable to be set aside for ends of justice.

৪. সবশেষে আপীলকারী আপীলটি মঞ্জুর করার জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রার্থনা জানান।

রেসপনডেন্ট পক্ষের বক্তব্য

৫. অপরদিকে রেসপনডেন্টপক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি বলেন যে,

(ক) ১৯-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল করে ২০-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অক্টোবর/১৯ দাখিলপত্র পেশ করে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। আবার, ১৬-১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে বি/ই নং-সি-১৬৬৮৫৬৯, তারিখঃ ২৮-১০-২০১৯ এর উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল করলেও নভেম্বর/১৯ মাসের দাখিলপত্রে উক্ত বি/ই এর বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। আবার দাখিলপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, মামলায় উত্থাপিত সময়কালে ০৫টি বি/ই এর বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করেছেন, যা মুসক-৬.১ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে, মুসক-৬.১ রেজিস্টারে বি/ই এর তারিখ সঠিক ভাবে লেখা হয় নাই এবং মজুদ উপকরণের প্রারম্ভিক জের এর তারিখ ওভার রাইটিং করা হয়েছে। এছাড়া, ১৯-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করে পরবর্তী দিন ২০-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে দাখিলপত্রের পেশের তারিখ ওভার রাইটিং করে মুসক-৬.১ রেজিস্টারে তারিখ ওভার রাইটিং করে রেয়াত গ্রহণের বিষয়টি উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

(খ) প্রতিষ্ঠানটি ১৯-১১-২০১৯ ও ১৬-১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করেছেন। কিন্তু ০২ টি ঘোষণা পত্রেই সংযোজনের পরিমাণ সন্তোষজনক নয় মর্মে পরবর্তী কার্যক্রম জন্য কমিশনার মহোদয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে;

(গ) প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা-৪৪১, মুরাদপুর, জুরাইন, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪, ঠিকানা মতে প্রতিষ্ঠানটি শ্যামপুর বিভাগীয় দপ্তরাধীন। নতুন অনলাইন নিবন্ধন নম্বর গ্রহণের পূর্বে ১১ ডিজিটের নিবন্ধন নং-২১৩০১০০৮৮৩২, যা শ্যামপুর বিভাগীয় দপ্তরাধীন

দনিয়া সার্কেলের অধীন ছিল। কিন্তু, নতুন অনলাইন নিবন্ধন নম্বর ০০১১৬৫৮১৭-০৩০১ সূত্রাপুর বিভাগের অধীন।

৬. মতামতঃ

(ক) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬(গ) অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে রেয়াত গ্রহণের সময়কাল ছিল ০২ কর মেয়াদ এবং দফা (ড) অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা/উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল ব্যতীত রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে, বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ করে অক্টোবর/১৯ মাসে রেয়াত ৪১,৪৩,৪০৮.০০ (একচল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত আট) টাকা, আবার উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল না করে নভেম্বর/১৯ মাসে ৯,৬০,৭৬৪.০০ (নয় লক্ষ ষাট হাজার সাতশত চৌষট্টি) টাকা রেয়াত গ্রহণ আইনসিদ্ধ হয়নি, যা বাতিলযোগ্য।

(খ) প্রতিষ্ঠানটি ১৯-১১-২০১৯ ও ১৬-১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করলেও প্রতিবারই সংযোজনের পরিমাণ সন্তোষজনক নয় মর্মে কমিশনার মহোদয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর/১৯ মাসের গৃহীত রেয়াত ২০,৯৭,৭৫১.০০ (বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত একান্ন) টাকা এর বিষয়ে সদর দপ্তরে প্রেরিত উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) এর আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. Therefore, on the basis of above mentioned report it was established that the appellant had taken illegal rebate of Tk. 72,01,923.00, and as such as provided by Section 73(2) of the VAT & SD ACT, 2012, the tax was determined regarding taking illegal rebate of Tk. 72,01,923.00 (seventy-two lac one thousand nine hundred twenty-three) Taka.

That the statement of this para is legally incorrect, fictitious, and deceptive, as such not maintainable legally in the light of factual and legal contentions placed in the immediate above para. Therefore, Tax

determination U/S 73(2) of the VAT & SD Act, 2012 is legal, proper, and liable to be upheld.

That the statement of this para to the effect that the appellant submitted Input-output Coefficient (Mushak-4.3) is correct and is such admitted. But the report dated 23.03 2020 also stated that:

৮. মতামতঃ

(ক) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুরু আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬(গ) অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে রেয়াত গ্রহণের সময়কাল ছিল ০২ কর মেয়াদ এবং দফা (ড) অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা/উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল ব্যতীত রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে, বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ করে অক্টোবর/১৯ মাসে রেয়াত ৪১,৪৩,৪০৮.০০ (একচল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত আট) টাকা, আবার উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল না করে নভেম্বর/১৯ মাসে ৯,৬০,৭৬৪.০০ (নয় লক্ষ ষাট হাজার সাতশত চৌষট্টি) টাকা রেয়াত গ্রহণ আইনসিদ্ধ হয়নি, যা বাতিলযোগ্য।

(খ) প্রতিষ্ঠানটি ১৯-১১-২০১৯ ও ১৬-১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করলেও প্রতিবারই সংযোজনের পরিমাণ সন্তোষজনক নয় মর্মে শ্যামপুর বিভাগীয় দপ্তর হতে কমিশনার মহোদয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর/১৯ মাসের গৃহীত রেয়াত ২০,৯৭,৭৫১.০০ (বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত একান্ন) টাকা এর বিষয়ে সদও দপ্তরে প্রেরিত উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) এর আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯. Therefore, Tax determination U/S 73(2) of the VAT & SD Act, 2012 is legal, proper, and liable to be upheld.

That as this para is stating that the instant appeal has ben filed within three months from the date or receipt of the order, so no comments.

That this para is stating the cause and reason of filing this instant appeal, ass this

is the appellant's legal right provide by law, so no comments.

১০. GROUNDS

Wherefore it is most humbly submitted that, the grounds are not based on legal footings. These are legally incorrect, misconstrue to law, deceiving and based on fabricated and fictitious statements. The grounds are the repetition of the statements and submissions placed in the main body of the appeal, which have been replied to categorically in the afore said paras. As such the grounds are not maintainable in the light of legal arguments and contentions presented above in the foregoing paras. Therefore, it is most humbly prayed to the Learned (appellate Tribunal to dismiss the appeal since, it is void of merits and draws no consideration, and thereby upheld the impugned (Order 8-6-2022 passed by declaring it to be legal, passed with lawful authority and is of legal effect.

১১. সর্বশেষে রেসপনডেন্টপক্ষ, আপীলকারীর আপীল আবেদনটি নামঞ্জুর করার জন্য ট্রাইবুনালের নিকট অনুরোধ করেন।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

১২. নথিতে রক্ষিত দলিলাদি, আপীলকারীপক্ষের ও রেসপনডেন্টপক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য মামলায় শ্যামপুর বিভাগীয় দপ্তর হতে অনিয়ম ও কর ফাঁকির মামলা রেসপনডেন্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত মামলার প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জুলাই/১৯ হতে আগস্ট/১৯ মাসের দাখিলপত্র অনুযায়ী সরবরাহ শূন্য, সেপ্টেম্বর/১৯ মাসের দাখিলপত্রে পণ্য সরবরাহের বিপরীতে ৫% হারে মূসক প্রদান করেছেন এবং অক্টোবর/১৯ হতে ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত দাখিলপত্রে পণ্য সরবরাহ শূন্য দেখানো হয়েছে। কিন্তু অক্টোবর/১৯, নভেম্বর/১৯ ও ডিসেম্বর/১৯ মাসে যথাক্রমে (৪১,৪৩,৪০৮ + ৯,৬০,৭৬৪ + ২০,৯৭,৭৫১) = ৭২,০১,৯২৩ (বাহাঙর

লক্ষ এক হাজার নয়শত তেইশ) টাকা আইন ও বিধি বর্হিতভাবে রেয়াত গ্রহণ করেছেন। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২ এর উপধারা-৫ এবং একই আইনের বিধিমালার বিধি-২১ মোতাবেক উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল করেননি। এছাড়াও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক উপকরণ ক্রয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও আপনি তা পরিপালন করেননি। যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ), (ঠ) ও (ড) মোতাবেক বাতিলযোগ্য। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত এ ধরনের কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২ এর উপধারা (৫) ও ধারা-৪৬ এর উপধারা (১) এর (ঙ), (ঠ) ও (ড) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ধারা -৮৫ এর উপধারা (১) এর টেবিলের দফা (জ), (ট) ও (ঢ) মোতাবেক জরিমানাযোগ্য। পত্রের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ এর উপধারা (১) মোতাবেক শুনানীর জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে শুনানীতে উপস্থিত হননি এবং কোন জবাব দাখিল করেননি। পরবর্তীতে পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানির পত্র জারি করা হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে জনাব মনির হোসেন উপস্থিত হয়ে একটি লিখিত জবাব দাখিল করেন। উক্ত জবাব ও দলিলাদি যাচাইয়ের জন্য দুই জন কর্মকর্তা কে দায়িত্ব দেওয়া হলে কর্মকর্তাগণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি কোন উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল করেননি এবং প্রতিষ্ঠানটি দাবী করেছেন যে দুই দফায় উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল করেছেন। যেহেতু বিষয়টি অস্পষ্ট সেহেতু সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক পুনঃযাচাইপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় দপ্তর হতে পুনঃযাচাইপূর্বক মতামত প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় দপ্তরের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত বাবদ ৭২,০১,৯২৩ (বাহস্তর লক্ষ এক হাজার নয়শত তেইশ) টাকা, যা আদায়যোগ্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত। বর্ণিতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

এর ধারা-৭৩ এর উপধারা (২) মোতাবেক অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত বাবদ ৭২,০১,৯২৩ (বাহস্তর লক্ষ এক হাজার নয়শত তেইশ) টাকা কর নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত রাজস্ব ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধপূর্বক (অর্থনৈতিক কোড নং : ১-১১৩৩-০০৩০-০৩১১) ট্রেজারী চালানের মূলকপি স্থানীয় মূসক কার্যালয়ে জমা প্রদান করে উক্ত চালানের সত্যায়িত অনুলিপি রেসপনডেন্ট দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক জারিকৃত উক্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী পক্ষ অত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে এ আপীল দায়ের করেন।

১৩. ট্রাইব্যুনাল পর্যালোচনায় দেখতে পায় যে, নির্দিষ্ট সময়ে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক ৪.৩) দাখিল ও আমদানিকৃত পণ্য ক্রয় বিক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক ৬.২.১) এন্ট্রি না করে ও সেপ্টেম্বর/২০১৯ কর মেয়াদের দাখিলপত্র অনুযায়ী ১৫ শতাংশের নিম্নে মূসক প্রদান করা সত্ত্বেও বিধি বর্হিতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসের দাখিলপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি ১৫% হারের নিম্নে অর্থাৎ ৫% হারে মূসক প্রদান করছে যা আইনের ধারা ৪৬(১)(ঠ) এর লঙ্ঘন। ধারা ৪৬(১) (ঠ) তে উল্লেখ করা হয়েছে “মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর” রেয়াত গ্রহণ করা যাবেনা। অক্টোবর/২০১৯ মাসের রিটার্ন জমা ঘষামাজা করে তারিখ ২০-১১-২০১৯ দেখানো হয়েছে কিন্তু স্বারের স্থানে ১৫-১১-২০১৯ লিখা আছে। বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ২০-১১-২০১৯ তারিখ দেখানো হলেও রিটার্নের সাথে সুদ জমা দেননি। তাছাড়া উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল করা হয়েছে ১৯-১১-২০১৯ তারিখে। এছাড়া জানুয়ারী/২০২০ মাসের ক্রয় হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ বি/ই সমূহ যথা সি-১৪৮৮৮১৭, তাং ২১-৯-২০১৯, সি-১৪৮৮৮২৫, তাং ২১-৯-২০১৯ এবং সি-১৩৫৮৫৮৩ তাং ২৫-৮-২০১৯ যা অক্টোবর/২০১৯ মাসের দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং বি/ই সমূহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে যা আইন ও বিধিসম্মত না হওয়ায় অক্টোবর/২০১৯ মাসের রেয়াত বাতিলযোগ্য। বি/ই নং ১৬৬৮৫৬৯, তাং ২৮-১০-২০১৯ জানুয়ারী/২০২০ মাসের ক্রয় হিসাব পুস্তকে ঘষামাজা করে এন্ট্রি করেছে অথচ তা নভেম্বর/২০১৯ মাসের দাখিলপত্রে প্রদর্শন করে রেয়াত গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি উক্ত বি/ই টি'র সহগ ঘোষণা মূসক ৪.৩ দাখিল করেছে ১৬-১-২০২০ তারিখে। যা আইন ও বিধিসম্মত না হওয়ায়

রেয়াত বাতিলযোগ্য। বি/ই নং সি-১৭৯৪০৫৩, তাং ২১-১১-২০১৯ জানুয়ারী/২০২০ মাসের ক্রয় হিসাব পুস্তকে এন্ট্রি করেছে অথচ তা ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের দাখিলপত্রে প্রদর্শন করে রেয়াত গ্রহণ করেছে। যা আইন ও বিধিসম্মত নয় অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬এর পরিপন্থী। ফলে রেয়াত বাতিলযোগ্য। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ এর ধারা-৭৩ এর উপধারা (২) মোতাবেক অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত বাবদ অক্টোবর/১৯, নভেম্বর/১৯ ও ডিসেম্বর/১৯ মাসে যথাক্রমে (৪১,৪৩,৪০৮ + ৯,৬০,৭৬৪ + ২০,৯৭,৭৫১) = ৭২,০১,৯২৩ (বাহাত্তর লক্ষ এক হাজার নয়শত তেইশ) টাকা কর নির্ধারণ করে যে আদেশ জারি করা হয়েছে, তা যথাযথ ও সঠিক বলে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

১৪. উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ও সার্বিক পর্যালোচনায় ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক আপিলকারী প্রতিষ্ঠানের ফাঁকিকৃত মূসক আদায়ের লক্ষ্যে যে

আদেশ জারি করা হয়েছে, তা যথাযথ ও সঠিক বিধায় তাতে হস্তক্ষেপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা যায় না। এমতাবস্থায়, এ আপিল মামলাটি খারিজযোগ্য। সেপ্রেক্ষিতে এ আপিল মামলার বিচার্য বিষয় আপিলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

এ আপীলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীঅন্তে নামঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা বিজ্ঞ কমিশনার, কাস্টমস,এক্সাইজ ও ড্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা এর নথি নং-৪/মূসক (৪৫৪) কর-ফাঁকি/মোখলেছুর রহমান/বিচার/পূর্ব কমি:/২০২০/২৩৫৬ তে ৮-৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বহাল ও বলবৎ রাখা হলো। এ রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জারী করা হোক।

আমাদের কথামতো লিখিত ও সংশোধিত।
Ed.

আপীলকারী	আবেদনকারী	নথি নং	তারিখ	সদস্য	সদস্য	সদস্য	সদস্য	সদস্য	সদস্য
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ড্যাট	আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	নথি নং-সিইডিটি/কেইস(ড্যাট)-২৫৮/২০২২/	২০২২ খ্রিঃ	২০২৩	১। মোঃ মোস্তবা আলী, সদস্য (কমিশনার)	২। মোঃ আবদুল হান্নান, সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)	১। আপীলকারী/আবেদনকারী	২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ	৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি

- ১। আপীলকারী/আবেদনকারী : গ্লোবাল এ্যাড স্টার ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লি., ফ্রেশ ডিলা, বাড়ী নং-১৫, রোড নং-৩৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
- ২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ : কমিশনার, কাস্টমস,এক্সাইজ ও ড্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা।
- ৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি : উপস্থিত।
- ৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি : উপস্থিত।